পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বই
২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

উপজেলা পরিষদ
গোপালগঞ্জ সদর

উপজেলার পটভূমি, ইতিহাস ও সংস্কৃতিঃ

শস্য-শ্যামলে আমাদের বাংলাদেশ। ঢাকা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলে এক সময়ের স্রোতস্বিনী মধুমতির তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা। এই উপজেলায় রয়েছে বিস্তৃন জলাভূমি ও চরাঞ্চল। এই সব জলাঞ্চলে রয়েছে মাছের আধার।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বিস্তারিত বিবরন:

একটি পৌরসভা ও ২১টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা গঠিত।

০১।	আয়তন ঃ	৩৮৯.৪২ বর্গ কিঃ মিঃ
০২।	লোকসংখ্যা	৩,১৯,৯৩৪ জন
০৩।	পুরুষ	১৬৪৮১০
০৪।	মহিলা	১৫৭১২৪
০৫।	মোট ভোটার সংখ্যা	১৯১০৪২
	পুরুষ ভোটার সংখ্যা	১০২১৯৯
	মহিলা ভোটার সংখ্যাঃঃ	৮৮৮৪৩
০৪।	থানা ঃ	০১টি
০৫।	খানাঃ	৬০২৯২
০৬	শিক্ষার হারঃ	৫৪.৫৩
০৭।	পৌরসভা ঃ	০১টি
০৮।	মহল্লা ঃ	৪৯
০৯।	মৌজাঃ	১২৭
১০।	ইউনিয়ন ঃ	২১টি
১১।	গ্রাম ঃ	১৯৭টি
১২।	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স আছেঃ	০৫টি (দূর্গাপুর, চন্দ্রদিঘলীয়া, উলপুর, গোপীনাথপুর ও লতিফপুর)
১৩।	কৃষি সংক্রান্ত -	
	ক) মোট জমির পরিমান	৪১৩৭৫.০০ হেক্টর
	খ) আবাদী জমির পরিমান	৩১১২০.০০ হেক্টর
	গ) সেচকৃত জমির পরিমান ঃ	১৮১৫০.০০ হেক্টর
১৪।	শিক্ষা সংক্রান্ত -	
	ক) বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
	খ) মেডিকেল কলেজ	১টি
	গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১০টি (সরঃ, রেজিঃ ও কমিঃ)
	ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪৭টি
	ঙ) মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	০৫টি
	চ) কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	০৩টি
	ছ) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	০২টি
	জ) মাদ্রাসার সংখ্যা	০৬টি
	ঝ) সাধারণ সাক্ষরতার হার ঃ	৫৩.৬৪%
১৫।	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত -	
	ক) হাসপাতাল	০২টি (জেলা সদর + গোপীনাথপুর)
	খ) বেডের সংখ্যা	২৫০ + ১০ টি
	গ) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ	০৪টি

১৬।	যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত	
	ক) পাকা রাস্তা	১৪৬ কিঃ মিঃ
	খ) আধা পাকা রাস্তা	৫৫ কিঃ মিঃ
	গ) কাঁচা রাস্তা ঃ	৬৭০ কিঃ মিঃ
১৭।	রাজস্ব সংক্রান্ত	
	ক) হাট বাজার	২০টি
	খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৫টি
	গ) আদর্শ গ্রাম	১১টি
	ঘ) জলমহাল	২২টি (ইজারাযোগ্য)
	ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ	১১টি
১৮।	অন্যান্য	
	ক) বয়স্ক ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭১৮৫ জন (প্রতি জন ৩০০/-হারে প্রতি মাসে)
	খ) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা গ্রহণ	১৭৩৫ জন (প্রতি জন ২২০০/-হারে প্রতি মাসে)
	গ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা	২৯৮৭ জন (৩০০/- হারে প্রতি মাসে)
	ঘ) মাতৃত্ব কালীন ভাতা গ্রহণ	০১টি
	ঙ) পশু হাসপাতাল	০৩টি (২টি স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা পরিচালিত)
	চ) পশু কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট	২১টি (গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়া)
	ছ) ব্যাংকের সংখ্যা	৬৭৫ জন (৩০০/- টাকা হরে প্রতি মাসে)
	জ) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ঃ	
	ঝ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	৩৫ ১ম শ্রেণী ৩০০/-
		৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী ৪৫০/-
		একাদশ- দ্বাদশ ৬০০/-
		তৎউর্দ্ধে ১০০০/-

মাননীয় সংসদ সদস্য : জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম
উপজেলা চেয়ারম্যান : জনাব শেখ লুৎফার রহমান বাচ্চু
ভাইস চেয়ারম্যান : জনাব নিতিশ রায়
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান : জনাব নিরুন্নাহার

উপজেলার অবস্থানs

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাটি ২২.৫৪′ ও ২৩.১৩′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৪০′ ও ৮৯.৫৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

সীমানা

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তরে-মুকসুদপুর-কাশিয়ানী উপজেলা ও নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা। পূর্বে-কোটালীপাড়া উপজেলা ও মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা। দক্ষিণে-টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলা। পশ্চিমে-নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা ও বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেল

ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা:

সড়ক পথে রাজধানীর ঢাকা থেকে বাস যোগে দুইভাবে গোপালগঞ্জ আসা যায়। ঢাকা-পাটুরিয়া সড়কে এবং ঢাকা মাওয়া সড়কে। ঢাকা-পাটুরিয়া সড়কে গোপালগঞ্জ দুরত্ব প্রায় ২২০ কিঃমিঃ। এ পথে পদ্মার উপর পাটুরিয়া-দৌলদিয়া ফেরী পারাপার হতে হয় এবং ঢাকা মাওয়া সড়কে দুরত্ব ১২৫ কিঃমিঃ। এ পথেও পদ্মা নদীর উপর মাওয়া-কাওড়াকান্দি ফেরী রয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ এর পূর্বে ঢাকার সাথে গোপালগঞ্জ এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল লঞ্চ সার্ভিস। আশির দশকে সড়ক ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় দুরপাল্লার বাস সার্ভিস চালু হয়। খুলনার সাথে সড়ক ও নদী পথে যোগাযোগ রয়েছে।

উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম এবং আয়তন

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় নিম্নবর্ণিত ২১টি ইউনিয়ন পরিষদসহ একটি ১ম শ্রেণীর পৌরসভা আছে। এখানে মোট ১৯৭ টি গ্রাম আছে।

ইউনিয়নের নাম	আয়তন (একরে)	ইউনিয়নের নাম	আয়তন (একরে)
০১ নং জালালাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	৩৯৩৯	১২ নং উলপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৪৭৮৯
০২ নং বৌলতলী ইউনিয়ন পরিষদ	৪২১০	১৩ নং নিজড়া ইউনিয়ন পরিষদ	৪৮২৭
০৩ নং শুকতাইল ইউনিয়ন পরিষদ	৫১৭৬	১৪ নং করপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	৬৯২১
০৪ নং চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	২৭১৪	১৫ নং দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৪৬০২
০৫ নং গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৪০৬৬	১৬ নং কাজুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	৮৪৭৩
০৬ নং পাইককান্দি ইউনিয়ন পরিষদ	৩৮০৮	১৭ নং কাঠি ইউনিয়ন পরিষদ	৪৫৮৬
০৭ নং উরফী ইউনিয়ন পরিষদ	২৯৪৭	১৮ নং মাঝিগাতী ইউনিয়ন পরিষদ	২৬৬২
০৮ নং লতিফপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৩২৪২	১৯ নং রঘনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৫৭৯৭
০৯ নং সাতপাড় ইউনিয়ন পরিষদ	৭৬৯৬	২০ নং গোবরা ইউনিয়ন পরিষদ	৪৪৬৫
১০ নং সাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৪৪৭৯	২১ নং বোড়াশী ইউনিয়ন পরিষদ	১৩৭৬
১১ নং হরিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ	৩২৩২		

উপজেলা সদর হতে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দুরত্ব

উপজেলা সদর থেকে বিভিন্ন ইউনিয়নের যোগাযোগের ব্যবস্থা হলো বেশীর ভাগ পাকা সড়ক। সদর উপজেলার সাথে গোপালগঞ্জপৌরসভাসহ ২১টি ইউনিয়ন পরিষদের পাকা রাস্তার যোগাযোগ রয়েছে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদর উপজেলা পরিষদ হতে দুরত্ব	পাকা	কাঁচা	মন্তব্য
০১	জালালাবাদ	১২ কি: মি:	১২ কি: মি:	-	
০২	বৌলতলী	১৫ কি: মি:	১৫ কি: মি:	-	
০৩	শুকতাইল	১০ কি: মি:	১০ কি: মি:	-	
০৪	চন্দ্রদিঘলিয়া	০৮ কি: মি:	০৮ কি: মি:	-	
০৫	গোপীনাথপুর	১২ কি: মি:	১২ কি: মি:	-	
০৬	পাইককান্দি	১০ কি: মি:	১০ কি: মি:	-	
০৭	উরফী	০৫ কি: মি:	০৫ কি: মি:	-	
০৮	লতিফপুর	০২ কি: মি:	০২ কি: মি:	-	
০৯	সাতপাড়	১৮ কি: মি:	১৮ কি: মি:	-	
১০	সাহাপুর	১৬ কি: মি:	১৬ কি: মি:	-	
১১	হরিদাসপুর	০৫ কি: মি:	০৫ কি: মি:		
১২	উলপুর	০৮ কি: মি:	০৮ কি: মি:		
১৩	নিজড়া	১০ কি: মি:	১০ কি: মি:		
১৪	করপাড়া	১৫ কি: মি:	১৫ কি: মি:		
১৫	দুর্গাপুর	০৬ কি: মি:	০৬ কি: মি:		
১৬	কাজুলিয়া	১৩ কি: মি:	১৩ কি: মি:		
১৭	কাঠি	১০ কি: মি:	১০ কি: মি:		
১৮	মাঝিগাতী	০৮ কি: মি:	০৮ কি: মি:		
১৯	রঘনাথপুর	০৫ কি: মি:	০৫ কি: মি:		
২০	গোবরা	০২ কি: মি:	০২ কি: মি:		
২১	বোড়াশী	০৪ কি: মি:	০৪ কি: মি:		
২২	পৌরসভা	০১ কি: মি:	০১ কি: মি:		

প্রধান নদ নদী

মধুমতি নদী

এ জেলার প্রধান কয়েকটি নদী হলো মধুমতি, ঘাঘর, কুমার, বারাসিয়া এবং বিলরুট ক্যানেল বা কাটা মধুমতি। মধুমতি নদীর তীরেই গোপালগঞ্জ শহর। পদ্মার একটি প্রধান শাখা নদী মাগুড়া জেলার মোহাম্মদপুর পর্যন্ত গড়াই নামে প্রবাহিত হয়েছে। এখান হতে নদীর নাম মধুমতি। আরো এগিয়ে গিয়ে কচুয়ার কাছে এ নদীর নাম হয় বলেশ্বর। বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও যশোর জেলার সীমানা চিহ্ন আকতে আকতে কত না বিচিত্র বাহারি সব গঞ্জ, বন্দর, নগর, জনপদে প্রাণের স্পর্শ বুলিয়ে প্রবাহিত এ নদী। এক সময় বড় বড় লঞ্চ, স্টিমার, শীপ, কার্গোসহ বিভিন্ন জাহাজের চলাচলে মুখরিত ছিল এ নদী। তবে ফারাক্কা বাধেঁর বিরুপ প্রভাবে এক সময়ের প্রমত্তা নদী মধুমতি হারিয়েছে তার যৌবনের লাবন্য। প্রশস্ততার সাথে সাথে গভীরতা হারিয়ে জায়গা বিশেষে ক্ষীণতায় হয়ে খালের মত হয়েছে।

বিলরুট ক্যানেল বা কাটা মধুমতি

নদীপথ কমিয়ে এনে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য মধুমতির মানিকদহ বন্দরের নিকট থেকে উত্তর এবং উত্তর পুর্বদিক বরাবর উরফি, ভেড়ারহাট, উলপুর, বৌলতলী, সাতপাড়, টেকেরহাট হয়ে উতরাইল বন্দরের কাছাকাছি পর্যন্ত প্রায় ৬০/৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ ক্যানেলটি খনন করা হয়। ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ সময়কাল এই খালটি কাটা হয়। খালটি ৪০০ ফুট প্রশস্থ এবং ৩০ ফুট গভীর। তৎকালীন সময় খালটি খননের জন্য ব্যয় হয় ৩৩,৬৬,৮৭৬ টাকা। এ খাল খননেন ফলে নদীপথে ঢাকা খুলনার দুরত্ব ১৫০ মাইল কমে যায় এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে আসা পণ্য সহজেই কলকাতা বন্দরে পাঠানো যায়। এটি বঙ্গের সুয়েজ খাল নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নির্মাণ কাজের সাথে এ কাজটিকে তুলনা করা হতো। প্রথমদিকে ক্যানেলটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর ছিল। পরে ১৯৬৩ সালে মাদারীপুর বিল রুটের দায়িত্বভার বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ -পরিবহন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে এই বিলরুটের সংরক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। মাদারীপুর বিলরুট একটি ব্যস্ত জলপথ। খুলনা হতে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত নৌ-পথ। এর গতিপথ মোটামুটি সরল। তবে মাঝে মাঝে ভাঙণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর প্রচুর পরিমাণ পলি পরার ফলে প্রায়ই চরের সৃষ্টি হয়। ফলে শুকনো মৌসুমে নৌ চলাচল বাধাগ্রস্থ হয়। খুলনা ঢাকার সংযোগকারী এই রুটের উপর মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষের নৌ চলাচল, ব্যবসা ও আর্থ সামাজিক জীবন নির্ভরশীল।

উপজেলার ঐতিহ্যঃ

কোর্ট জামে মসজিদ, উলপুর জমিদার বাড়ি, অনন্যচন্দ্রা ঘাট, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নিদর্শনগুলো গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন সময়কালের ঐতিহ্য বহন করে চলছে।কোর্ট জামে মসজিদ, উলপুর জমিদার বাড়ি, অনন্যচন্দ্রা ঘাট, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নিদর্শনগুলো গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন সময়কালের ঐতিহ্য বহন করে চলছে।কোর্ট জামে মসজিদ, উলপুর জমিদার বাড়ি, অনন্যচন্দ্রা ঘাট, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নিদর্শনগুলো গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন সময়কালের ঐতিহ্য বহন করে চলছে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পার্শ্ববতি বাগেরহাট, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলার সংস্কৃতি এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করেছে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এর উপর ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষার বলয়ও দেখা যায়।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার অধিকাংশ মানুষ সংস্কৃতিমনা। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের অধিকারী। মহান মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জের'' বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ'' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। জনাব অনিলবিশ্বাস, বরুন সরকার, ইবনে সাঈদ, শিবশংকর অধিকারী, প্রফুল্ল বিশ্বাস, বীরেন সাহা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধকালে সংগীতের মাধ্যমে মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমানে গোপালগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী শিল্পসংস্কৃতির প্রসারে অত্র অঞ্চলে বিশেষ ভুমিকা রেখে চলেছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্পীগোষ্ঠি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, ত্রিবেনী গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা, মধুমতি পল্লী বাউল শিল্পীগোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জয়বাংলা সাংস্কৃতিক জোট, সুরসন্ধান শিল্পীগোষ্ঠী, চন্দ্রিমা শিল্পীগোষ্ঠী ইত্যাদি

উপজেলায় প্রতিবছর বৈশাখী মেলা, কৃষি মেলা, বৃক্ষ মেলা, নবান্ন উৎসব, নৌকা বাইচ এইধরনের বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে এখানে পল্লীগীতি, লালন গীতি, মঞ্চ নাটক,, ভক্তিমূলক গান সহ বাংলাদেশী আবহমান কালের দেশীয় সংস্কৃতি উৎযাপন করা হয়।

উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা:

সকল বিভাগ ও সকল ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণের প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পননা বাস্তবায়নন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

- উন্নয়নের ক্ষেত্রসমুহ চিহ্নিত করা।
- উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সকলকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সঠিক ও পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- সকল পরিকল্পনায় গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভৌগলিক অবস্তা ও জলবায়ূ পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা নেয়া।
- উপজেলার সকল সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাস ক্রমে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
- পরিকল্পনাসমূহ সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া:

উপজেলাকে আরো গতিশীল ও সক্রিয় করার জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার (উপজেরা পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জন অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। এই বিষয়ে উপজেলার সকল অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে আলোচনা করা হয়। উপজেলার জন্য একটি পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করতে হলে প্রয়োজন উপজেলার সকল তথ্য। সকলেই বিষয়টির গুরত্ব অনুধাবন করেন।

এই জন্য সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম ও অগ্রগতি, সকল তথ্য যাচাই বাছাই পূর্বক উপজেলাকে অবহিত করেন। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কর্মিটি উল্লেখিত পরিকল।পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন।

দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের বিবেচননায় বাংলাদেশে পশ্চাৎপদ উপজেলা সমূহের মধ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা একটি। ভৌগলিক দিক দিয়ে এখানেন রয়েছে অনেক নদ-নদী, খাল-বিল, অসংখ্য বেড় যা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বড় বাঁধা। ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। ফলে স্কুল কলেজগামী ছেলে-মেয়ে বিশেষ করে শিশুদের সমস্যা অনেক বেশি।গ্রামের সাধারনন ব্যবসায়ী, কর্মজীবি, জনগনের সহজে যাতায়াত করতে না পারায় মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নত নয়। শিশু ও মহিলারা স্বাস্থ্য সেবা নিয়মিত ভালভাবে নিতে পারে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরুপ না হওয়ায় জনগণের কাছে সকল ধরনের সেবা পৌছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে অনেক কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখতে পারে না, যা উন্নয়নের জন্য একটি বড় অন্তরায়।

সকলদিক বিবেচনা করে এটা বুঝা যায় যে, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা উন্নয়ন করতে হলে সবার আগে ২১টি ইউনিয়নের ভৌত অবকাঠামো গত উন্নয়ন অতীব জরুরী। এই জন্য ইউনিয়নের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথম ও প্রধান গুরত্ব দিয়েছে ভৌত অবকাঠামো। পরিষদের লক্ষ্য আগামী ৫ বছরের মধ্যে উপজেলার সাথে সকল ইউনিয়নের আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, সকল স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, হাট-বাজারের সংযোগ সড়ক নির্মান, সকল গুরত্বপূর্ণ স্থানে কালভার্ট নির্মান ও গুরত্বপূর্ন ভৌত কাঠামো নির্মান।

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (এলজিইডি)

				২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	এডিপি	৩০	১৫.০০	৭০০০	৪০	২০	৭৫০০
০২	যোগাযোগ উন্নয়ন	রাস্তা পূনঃনির্মান	এডিপি						
০৩	বস্তুগত অবকাঠামো	ঘাটলা নির্মান	এডিপি	৭৫	৫৫	২০০০০	৮০	৬০	২৫০০০
০৪	শিক্ষার উন্নয়ন	স্কুল ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ	এডিপি	২০	১৫	৯০০০	২২	১৭	৯৫০০
০৫	পুল/কালভার্ট	ব্রীজ নির্মান	এডিপি	২৫	১০	৩০০০	৩০	১৫	৪০০০
০৬	জনস্বাস্থ্য	টয়লেট	এডিপি	১০	৩.০০	৫.০০	১৫	৫.০০	১০০০
০৭	ক্রীড়া	খেলাধূলা সরঞ্জাম	এডিপি	৫	৫০	১৫০০০	৬	৬০	২০০০
০৮	উপজেলা পরিষদ ভবন	মেরামত	এডিপি	২০	১০	১০০০	২৫	১০০০	২৫০০
০৯	অন্যান্য	আর্থ সামাজিক	এডিপি/রাজস্ব	৩০	১৫.০০	৭০০০	৪০	২০	৭৫০০

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (এলজিইডি)

				২০২১-২০২২			২০২২-২০২৩		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	এডিপি	৪৫	২২.০০	৮০০০	৫০	২৫	৮৫০০
০২	যোগাযোগ উন্নয়ন	রাস্তা পূনঃনির্মান	এডিপি						
০৩	বস্তুগত অবকাঠামো	ঘাটলা নির্মান	এডিপি	৭৫	৬৫	২৮০০০	৮৫	৭০	৩০০০০
০৪	শিক্ষার উন্নয়ন	স্কুল ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ	এডিপি	২৫	১৯	১০০০০	২৭	২০	১১০০০
০৫	পুল/কালভার্ট	ব্রীজ নির্মান	এডিপি	৩৫	১৭	৪৫০০	৩০	১৫	৪০০০
০৬	জনস্বাস্থ্য	টয়লেট	এডিপি	১৫	৫.০০	১২০০	১৭	৬.০০	১০০০
০৭	ক্রীড়া	খেলাধূলা সরঞ্জাম	এডিপি	৫	৫০	১৫০০০	০৫	৫০	২০০০০
০৮	উপজেলা পরিষদ ভবন	মেরামত	এডিপি	৩০	১৫	১০০০	৩৫	১৮	২৫০০
০৯	অন্যান্য	আর্থ সামাজিক	এডিপি/রাজস্ব	৪৫	২২.০০	৮০০০	৫০	২৫	৮৫০০

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (এলজিইডি)

				২০২৩-২০২৪			২০২৪-২০২৫		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	এডিপি	৫০	২৫.০০	৮৫০০	৫০	২৫.০০	৮৫০০
০২	যোগাযোগ উন্নয়ন	রাস্তা পূনঃনির্মান	এডিপি						
০৩	বস্তুগত অবকাঠামো	ঘাটলা নির্মান	এডিপি	৮৫	৬০	৩৫০০০	৮৫	৬০	৩৫০০০
০৪	শিক্ষার উন্নয়ন	স্কুল ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ	এডিপি	৩৫	২০	৯০০০	৩৫	২০	৯০০০
০৫	পুল/কালভার্ট	ব্রীজ নির্মান	এডিপি	৩০	১৭	৩০০০	৩০	১৭	৩০০০
০৬	জনস্বাস্থ্য	টয়লেট	এডিপি	১৭	৩.৫০	৫.০০	১৭	৩.৫০	৫.০০
০৭	ক্রীড়া	খেলাধূলা সরঞ্জাম	এডিপি	৫	৬০	১৫০০০	৫	৬০	১৫০০০
০৮	উপজেলা পরিষদ ভবন	মেরামত	এডিপি	২০	২০	১০০০	২০	২০	১০০০
০৯	অন্যান্য	আর্থ সামাজিক	এডিপি/রাজস্ব	৫০	২৫.০০	৮৫০০	৫০	২৫.০০	৮৫০০

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ)

				২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	দূর্যেগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়						
০২	কাবিখা (সাধারন)	কাজের বিনিময় খাদ্য	”						
০৩	কাবিখা (বিশেষ)	”	”						
০৪	টিআর	প্রতিষ্টান উন্নয়ন	”						
০৫	পুল/কালভার্ট	যোগাযোগ উন্নয়ন	”						
০৬	ডিজিএফ কর্মসূচি	খাদ্য নিশ্চিত	”						
০৭	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্র	”						
০৮	আশ্রয়ন প্রকল্প	দরিদ্র জনগোষ্টির বাসস্থান	”						

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ)

				২০২১-২০২২			২০২২-২০২৩		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	দূর্যেগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়						
০২	কাবিখা (সাধারন)	কাজের বিনিময় খাদ্য	”						
০৩	কাবিখা (বিশেষ)	”	”						
০৪	টিআর	প্রতিষ্টান উন্নয়ন	”						
০৫	পুল/কালভার্ট	যোগাযোগ উন্নয়ন	”						
০৬	ডিজিএফ কর্মসূচি	খাদ্য নিশ্চিত	”						
০৭	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্র	”						
০৮	আশ্রয়ন প্রকল্প	দরিদ্র জনগোষ্টির বাসস্থান	”						

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ)

				২০২৩-২০২৪			২০২৪-২০২ ভে		
ক্রমিক	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	উৎস	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী	কাজের পরিমান	ব্যয়	উপকারভোগী
০১	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	দূর্যেগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়						
০২	কাবিখা (সাধারন)	কাজের বিনিময় খাদ্য	”						
০৩	কাবিখা (বিশেষ)	”	”						
০৪	টিআর	প্রতিষ্টান উন্নয়ন	”						
০৫	পুল/কালভার্ট	যোগাযোগ উন্নয়ন	”						
০৬	ডিজিএফ কর্মসূচি	খাদ্য নিশ্চিত	”						
০৭	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্র	”						
০৮	আশ্রয়ন প্রকল্প	দরিদ্র জনগোষ্টির বাসস্থান	”						

কৃষি ও সেচ (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

ভৌগলিক ও পরিবেশগত ভাবে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে একটি সম্ভবনাময় এলাকা। বর্তমানে রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে অনেক জমি অনাবাদী থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারন যথারীতি পিছনে রয়েছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলবায়ূ পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, লবনাক্ত পানির ক্রমাগত অনুপ্রবেশসহ নিয়মিত জোয়ার-ভাটার এই অঞ্চলে ফসল উৎপাদন এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। ভৌগলিক অবস্থনজনিত কারনে গোপালগঞ্জ সদর দেশের অন্যতম দূর্যোগ প্রবনন এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বর্সাকালে এখানে ৭০ ভাগের মত এলাকা পানিতে প্লাবিত হওয়ার পরেও বাসমান পদ্ধতিতে সব্জি চাষের মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। শীতকালে হঠাৎ কুয়াশা, শৈত্য প্রবাহ, মেঘলা আবহাওয়া ইত্যাদি কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে দিন দিন বির্পযস্ত করছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জলবায়ূ পরিবর্তন এখনকার কৃষিসহ জন-জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

খরিপ-১ মৌসুমে সারা মাঠে উফশী রোপা আউশ এবং খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধানের চাষ করা হয়। রবি মৌসুমে মাঠে থাকে খেসারি, মুগ, মুসুরি, মরিচসহ নানাবিধ রবি ফসল। উচ্চ ফলনশীল ধান ও শাক সব্জি আবাদ আশানুরুপ না হলেও বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। এর ফলে চাষীরা দিন দিন কৃষি কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছে। আর এই লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমেকার্যকর সম্প্রসারণ সেবা চাষীদের মাঝে প্রদান করে আসছে। সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সময়মত অর্থ বরাদ্দ, দক্ষ সম্প্রসারন সেবা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সর্বোপরি চাষীরা আগ্রহী হলে এই উপজেলা কৃষি বান্ধব ও কৃষক বান্ধব উপজেলা হিসেবে পরিনত করা সম্ভব।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সুফলভোগীর সংখ্যা	উৎস	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২০২২	
				কাজের পরিমান	ব্যয়	কাজের পরিমান	ব্যয়	কাজের পরিমান	ব্যয়
০১	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	১৮০	কৃষি মন্ত্রণালয়	০২	৬০০০০/-	০২	৬০০০০	৩	৭০০০০
০২	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পেয়াজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	৫২	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩	৯১০০০	১৩	৯১০০০	১৫	১১০০০০
০৩	কৃষি পূর্ণবাসন	৪৮০	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪৮০	৩৬০০০০	৫০০	৩৬০০০০	৫০০	৩৬০০০০
০৪	IANFP	২২	কৃষি মন্ত্রণালয়	২২	৪৫০০০	২৫	৫০০০০	৩০	৬৫০০০
০৫	GKBSP	১১০	কৃষি মন্ত্রণালয়	১১০	৫৫০০০০	১২০	৫৫৫০০০	১৩০	৫৭০০০০
০৬	SACP	২২৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৩	১১৫০০০	২৩	১১৫০০০	২৫	১২৫০০০

কৃষি ও সেচ (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সুফলভোগীর সংখ্যা	উৎস	২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
				কাজের পরিমান	ব্যয়	কাজের পরিমান	ব্যয়
০১	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	১৮০	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩	৭০০০০/-	০৪	৮০০০০
০২	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পেয়াজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	৫২	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩	৯১০০০	১৩	৯১০০০
০৩	কৃষি পূর্ণবাসন	৪৮০	কৃষি মন্ত্রণালয়	৫৫০	৪২০০০০	৫৫০	৪২০০০০
০৪	IANFP	২২	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫	৫০০০০	৩০	৬০০০০
০৫	GKBSP	১১০	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩০	৫৭০০০০	১৪০	৫৮৫০০০
০৬	SACP	২২৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৩	১১৫০০০	২৩	১১৫০০০

ডিলার:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
০১	বিসিআইসি	সার ডিল ার পাইকারী	০৭	০৯	১১	১১	১২

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
০১	বিসিআইসি	সার ডিলার পাইকারী	০৭	০৯	১১	১১	১২
০২	বিসিআইসি	সার পাইকারী	৫৫	৫৫	৬০	৬৫	৭০
০৩	বিআইডিসি	সার	০৩	০৩	০৫	০৫	০৭
০৪	বিআইডিসি	বীজ	০৬	০৭	৯	১১	১৫
০৫	কীটনাশক	পাইকারী	০৩	০৪	০৪	০৫	০৬
০৬	কীটনাশক	খুচরা	৫৩	৫৫	৫৮	৬০	৬৫

শস্য বিন্যাস

ক্রমিক নং	বিবরণ		২০১৯-২০ হেক্টর	২০২০-২১ হেক্টর	২০২১-২০২২ হেক্টর	২০২২-২০২৩ হেক্টর	২০২৩-২০২৪ হেক্টর
০১	বোরো পতিত	রোপা আমন	৩৭৩০	৩৮৫০	৩৯০০	৩৯৫০	৪০০০
০২	ডাল পতিত	রোপা আমন	১০২৫	১০৫০	১০৫০	১১০০	১০২০
০৩	বোরো আউশ		৮২০	৮২০	৮৩০	৮৩০	৮৩৫
০৪	বোরো পতিত	পতিত	৭৯০	৭৯০	৭৯০	৭৯০	৮০০
০৫	পতিত	রোপা আমন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
০৬	সবজি	শীতকালীণ	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০
০৭	সবজি	গ্রীষ্মকালীণ	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০

জমির পরিমান উৎপাদন

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩		২০২৩-২০২৪	
		হেক্টর	মেঃটঃ	হেক্টর	মেঃটঃ	হেক্টর	মেঃটঃ	হেক্টর	মেঃটঃ	হেক্টর	মেঃটঃ
০১	বোরো হাইব্রিড	৪১০০	৪.৬	৪১০০	৪.৭	৪২০০	৪.৮	৪২০০	৪.৮	৪২০০	৫
০২	বোরো উফশী	২১০০	৩.৬	২১৫০	৩.৮	২১৫০	৪.০০	২২০০	৪.২	২২০০	৪.৩
০৩	রোপা আমন স্থানীয়	৩৪৫০	১.৮৫	৩৪৫০	১.৯	৩৪৬০	২	৩৪৬৫	২.১	৩৪৬৫	২.২
০৪	রোপা আউশ হাইব্রিড	১৫০	৩.৩.	১৫০	৩.৩৫	১৫৫	৩.৪	১৬০	৩.৪৫	১৬০	৩.৫
০৫	সবজি শীতকালীন	৭২০	১৬.৬৭	৭২০	১৬.৬৭	৭৩০	১৭.০	৭৩৫	১৭.০৫	৭৩৫	১৭.১০
০৬	সবজি গ্রীষ্মকালিন	৩৬০	১৮.৩	৩৭০	১৯.০	৩৭৫	১৯.০৫	৩৭৫	১৯.১	৩৭৫	১৯.১

চাষী:

ক্রমিক নং	বিবরণ		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
০১	ভূমিহীন চাষী	০.০৫-০.৪৯ একর	৩৪৪১	৩৪৪১	৩৪৪১	৩৪৪১	৩৪৪১
০২	প্রান্তিক চাষী	০.৫-১.৪৯ একর	৫৪৯৭	৫৪৯৭	৫৪৯৭	৫৪৯৭	৫৪৯৭
০৩	ক্ষুদ্র চাষী	০১.৫-২.৪৯ একর	৫৮৬৪	৫৮৬৪	৫৮৭০	৫৮৭০	৫৮৭০
০৪	মাঝারী চাষী	২.৫-৭.৪৯ একর	৩০৪১	৩০৪১	৩০৪১	৩০৪১	৩০৪১
০৫	বড় চাষী	০৭.৫ -	৫০৩	৫০৩	৫০৩	৫০৩	৫০৩

ক্রমিক নং	বিবরণ		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
০১	কৃষি পরিবার		১৮৩৪৬	১৮৩৪৬	১৮৫০০	১৮৫০০	১৯০০০
০২	নার্সারী		৬০	৬০	৬৫	৭০	৭৫
০৩	মোট আবাদী জমি		১২৩৫১	১২৩৫১	১২৩৫১	১২৩৫১	১২৩৫১ হেক্টর
০৪	কৃষি ভিত্তিক এনজিও		০৩	০৩	০৩	০৩	০৩

'যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন (উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, গোপালগঞ্জ সদর)

যুব সমাজ দেশ গঠনে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এ এলাকার যুব সমাজকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দারিদ্র বিমোচনে এলাকায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণী	প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী	প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী	প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী	প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী	প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী
		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
০১	প্রশিক্ষ										
০২	যুব ঋণ বিতরণ										
০৩	আত্মকর্মীর সংখ্যা										
০৪	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি										
০৫	সংগঠনকে অনুদান										
০৬	আশ্রয়ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ										
০৭	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে প্রশিক্ষণ										
০৮	নেটওয়াকিং প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ										
০৯	জোরদারকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরন										
১০	ইমপ্যাক্ট ফেজ-২) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরন										
১১	বৃক্ষরোপণ, যৌতুক বিরোধী, দূর্যোগ প্রস্তুতি, মাদক বিরোধী আন্দোলন										
১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ										

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, গোপালগঞ্জ সদর)

বর্তমানে স্যানিটেশন কভারেজ ১০০% এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে ৭০%। উপজেলার সকল ইউনিয়নে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাট-বাজার ও জনবহুল স্থান সমূহে স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির সুবিধা তুলনামূলক কম। আমাদের লক্ষ্য হলো আগামী ৫ বছরের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ পানির সুবিধা সর্বস্তরে নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণী	পরিমান	উপকারভোগী	পরিমান	উপকারভোগী	পরিমান	উপকারভোগী	পরিমান	উপকারভোগী	পরিমান	উপকারভোগী
		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
০১	গভীর নলকূপ স্থাপন										
০২	পিএসএফ মেরামত										
০৩	রেইন ওয়াটার হারভেষ্টর										
০৪	স্বল্প ব্যয়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান										
০৫	হাট বাজারে ড্রেন নির্মান										
০৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান										
০৭											